স্বাস্থ্য সেবা

- গতিশীল ও যুগোপযোগী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন।
- শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩৬ জনে হ্রাস। ২০০৭ এ ছিল ৬৫ জন। এমডিজি-৪ অর্জন। জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার লাভ। মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস।
- প্রায় ১৫ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ। এসব ক্লিনিক থেকে ১২ কোটি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা গ্রহণ। ৪০৮ কোটি টাকার ঔষধ বিতরণ।
- ১৩ হাজার ৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ।
- ৪২১টি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ। ৩০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত। ৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত।
- ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি জেনারেল হাসপাতাল, খিলগাঁও এ ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি জেনারেল হাসপাতাল, শ্যামলীতে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি টিবি হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়ায় ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল এবং আগারগাঁও এ ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স নির্মাণ।
- ৫ হাজার ৭২৮ জন চিকিৎসক ও ১ হাজার ৭৪৭ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ। সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত।
- স্বাস্থ্য সহকারীসহ বিভিন্ন পদে ১৭ হাজার কর্মচারী নিয়োগ।
- ৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীতকরণ।
- সরকারী খাতে ৫টি মেডিক্যাল কলেজ, ৬টি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট, ৫টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী, ১টি মেডিক্যাল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, ৭টি নার্সিং কলেজ ও ১২টি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।
- দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত। ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ৮৭টি দেশে রপ্তানি।